প্রথম আলো

জেলা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের কমিটি ঘোষণা, পদ পেলেন বহিষ্কৃত ৩ নেতা

প্রতিনিধি রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশ: ১৭ আগস্ট ২০২৫, ১২: ৫০

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় *ফাইল ছবি*

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের ১১৩ সদস্যবিশিষ্ট ‘আংশিক পূর্ণাঙ্গ’ কমিটি অনুমোদন দিয়েছে কেন্দ্রীয় ছাত্রদল। পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি ছাত্র হলে আংশিক কমিটি ঘোষণা করা হয়েছে। গতকাল শনিবার রাত সাড়ে ১১টার দিকে কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের ফেসবুক পেজে এ কমিটি প্রকাশ করা হয়।

এর আগে পৃথক দুটি বিজ্ঞপ্তিতে চাঁদাবাজির অভিযোগে বহিষ্কৃত তিন নেতার বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়। পরে তাঁদের নতুন কমিটিতে পদ দেওয়া হয়। হল কমিটিগুলোকে আগামী সাত দিনের মধ্যে পূর্ণাঙ্গ করার নির্দেশ দেওয়া

হয়েছে।

শাখা ছাত্রদলের আংশিক পূর্ণাঙ্গ কমিটিতে সভাপতি হয়েছেন সুলতান আহমেদ ও সিনিয়র সহসভাপতি শাকিলুর রহমান। কমিটিতে ২৫ জন সহসভাপতি আছেন। সাধারণ সম্পাদক হয়েছেন সর্দার জহুরুল ইসলাম ও সিনিয়র যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক শফিকুল ইসলাম শফিক। যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক রাখা হয়েছে ২৮ জনকে। সাংগঠনিক সম্পাদক হয়েছেন মাহমুদুল মিঠু, সহসাংগঠনিক সম্পাদক আছেন ২৩ জন। এ ছাড়া প্রচার সম্পাদক হয়েছেন আর রাফি খান, ক্রীড়া সম্পাদক মেহেদী হাসান, ছাত্রীবিষয়ক সম্পাদক জান্নাতুল ফেরদৌসী এবং আইনবিষয়ক সম্পাদক সাখাওয়াত হোসেন

এদিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের ১১টি ছাত্র হলে আংশিক কমিটি দেওয়া হয়েছে। তবে কোনো ছাত্রী হলে কমিটি ঘোষণা করা হয়নি। শাহ্ মখদুম হলে সভাপতি যুবায়ের হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মোশারফ হক, হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলে সভাপতি আবদুল্লাহ আল মোবারক ও সাধারণ সম্পাদক রেজোয়ান ইসলাম, শেরেবাংলা ফজলুল হক হলে সভাপতি মারুফ হাসান ও সাধারণ সম্পাদক খালিদ মাহমুদ।

বিজয়-২৪ হলে সভাপতি গাজী ফেরদৌস হাসান ও সাধারণ সম্পাদক বদিউজ্জামান রাকিব, মাদার বখ্শ হলে সভাপতি কাজী তানভীর আহসান ও সাধারণ সম্পাদক সাইক রহমান, শহীদ জিয়াউর রহমান হলে সভাপতি রিয়াজুল ইসলাম ও সাধারণ সম্পাদক সাইমুন ইবনে অরন।

শহীদ হবিবুর রহমান হলে সভাপতি হাবিবুল বাশার প্রিন্স ও সাধারণ সম্পাদক ইমরান হোসেন খান, মতিহার হলে সভাপতি হাসিম রানা ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নিশাত, সৈয়দ আমীর আলী হলে সভাপতি মেহেদী হাসান বিশ্বাস ও সাধারণ সম্পাদক জুনায়েদ আহমেদ।

নবাব আবদুল লতিফ হলে সভাপতি মুরাদ হোসেন ও সাধারণ সম্পাদক মৃদুল হোসেন এবং শহীদ শামসুজ্জোহা হলে সভাপতি মেহেদী হাসান ও সাধারণ সম্পাদক সবুজ শাহরিয়ার।

কেন্দ্রীয় ছাত্রদলের সিদ্ধান্তে শাখার সাবেক সদস্য ফারুক হোসেনের বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করা হয়েছে। একইভাবে সাবেক যুগ্ম আহ্বায়ক আহসান হাবীব ও কর্মী হাসিবুল হাসানের অব্যাহতি প্রত্যাহার করা হয়েছে। গত অক্টোবরে চাঁদাবাজির ফোনালাপ ফাঁসের ঘটনায় তাঁদের অব্যাহতি দেওয়া হয়েছিল। তবে নবগঠিত কমিটিতে তাঁদের নতুন পদ দেওয়া হয়েছে। এর মধ্যে আহসান হাবিব ও ফারুক হোসেন হয়েছেন সহসভাপতি এবং হাসিব হাসান হয়েছেন যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক।

সম্পাদক ও প্রকাশক: মতিউর রহমান

স্বত্ব © ১৯৯৮-২০২৫ প্রথম আলো